বাংলা ট্রিবিউন
শনিবার, ০৮ মে ২০২১, ২৫ বৈশাখ ১৪২৮

রামপাল নিয়ে আল গোরকে জবাব দিলেন আনিসুল হক

ওমর ফারুক

২৯ মার্চ ২০১৭, ২২:১৬

বিজ্ঞাপন

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আনিসুল হক

বিজ্ঞাপন

রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোরকে জবাব দিলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আনিসুল হক। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মেয়রের চিঠি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আল গোরের কাছে পাঠানো হয়েছে।

আল গোরকে লেখা চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী গৃহীত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক উন্নয়নমূলক কাজের উল্লেখ করে মেয়র আনিসুল হক বলেন, ২০০৯ সালের পর বাংলাদেশে বিদ্যুতের ব্যবহার ৪৭ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ৮০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আমাদের লক্ষ্য, ২০২১ সালের মধ্যে সবার কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। এ সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৪ হাজার মেগাওয়াটে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। ২০৩০ সালের মধ্যে প্রয়োজন হবে ৩৯ হাজার মেগাওয়াট।

বিজ্ঞাপন

মেয়রের চিঠির সার-সংক্ষেপ হলো, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি। দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের রিজার্ভ কমে আসায় স্বল্প মেয়াদি সমাধান হিসেবে সরকার কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টে আমদানি করা তেল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয়বহুল পথ অবলম্বন করছে। জলজ সম্পদের অভাব, নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য উন্নয়ন ব্যয়, প্রযুক্তির উচ্চ মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একমাত্র উপায় কয়লা। পাশাপাশি দূরবর্তী এলাকার জন্য সোলার বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছাতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশ আগ্রহী। সারা বিশ্বে কয়লার ব্যবহার দাঁড়িয়েছে ৪১ শতাংশ। বাংলাদেশ মাত্র আড়াই শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে কয়লা থেকে।

রামপাল প্রকল্প নিয়ে কয়েকটি মহল থেকে সমালোচনা হচ্ছে, যার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। কেননা রামপাল প্রকল্পে উন্নতমানের আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। এই প্রযুক্তি যে সর্বোৎকৃষ্ট, এটা তারা জানেন না। ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন থেকে এই প্রকল্প কমপক্ষে ৬৯.৬ কিলোমিটার এবং সুন্দরবনের সীমানা থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে। প্রকল্পে ছাই ব্যবস্থাপনার কার্যকর ব্যবস্থা রয়েছে। নিম্ন সালফারের কয়লা ব্যবহার করা হবে বলে এখান থেকে সালফার নিঃসরণের আশঙ্কাও ঠিক নয়। নাইট্রোজেনের নিঃসরণও নিয়ন্ত্রণ করা হবে। প্রকল্পের কারণে শব্দ বা নদী দূষণও হবে না। সর্বোপরি প্রকল্প এলাকায় গ্রিন বেল্ট তৈরির জন্য পাঁচ লাখ গাছ লাগানো হয়েছে।

সবশেষে বিভিন্ন দেশের বিদ্যুৎকেন্দ্রের কথা তুলে ধরে আল গোরের কাছ থেকে চিঠির প্রত্যুত্তর আশা করেন ঢাকা উত্তরের মেয়র আনিসুল হক।

জানা গেছে, গত ১৭ থেকে ২০ জানুয়ারি সুইজারল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলীয় আল্পস পার্বত্য অঞ্চলের ডাভোস রিসোর্টে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) ৪৭তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার ‘লিডিং দ্য ফাইট এগেইনস্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ’ শীর্ষক প্লেনারি সেশনে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আল গোর। সেই সময় আল গোর রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চান। তখন প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বাস্তব অবস্থা দেখার জন্য সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টকে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানান।

দেশে ফেরার পর আল গোরকে জবাব দিতে ঢাকা উত্তরের মেয়র আনিসুল হককে দায়িত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী। সে অনুযায়ী রামপাল নিয়ে বিভিন্ন দলিলপত্র সহ মেয়রের একটি জবাব তৈরি করে সিটি করপোরেশন, যার নাম দেওয়া হয় ‘লেটার অন রামপাল কোল বেইজড পাওয়ার প্ল্যান্ট’। এই চিঠি আল গোরের কাছে পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে গত ১৩ মার্চ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দলিলপত্র পাঠানো হয়। অবগতির জন্য দলিলের একটি কপি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়েও পাঠায় সিটি করপোরেশন।

ওএফ/এএআর/

বিজ্ঞাপন

*** বাংলা ট্রিবিউন সব ধরনের আলোচনা-সমালোচনা সাদরে গ্রহণ ও উৎসাহিত করে। অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য পরিহার করুন। এটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

© 2021 Bangla Tribune